দামুড়হুদায় লকডাউন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা আদায়

দামুড়হুদায় ১৪ দিনের কঠোর লকডাউনে দ্বিতীয় দিনে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান এর নির্দেশনায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

শনিবার বিজিবি ও দর্শনা থানার পুলিশসহ দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাঘাডাঙ্গা- কুড়ালগাছী-প্রতাপপুর-রুদ্রনগর-সদাবরী- পারকেষ্টপুর-মদনা-দর্শনা-হাউলী রেলগেট- লোকনাথপুর- জয়রামপুর হয়ে দামুড়হুদা পর্যন্ত লকডাউন বাস্তবায়ন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। এসময় বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেড় হওয়া, চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া, বিনা প্রয়োজনে মুজিবনগর থেকে বেড়াতে আসা,বিনা মাস্কে ঘুরে বেড়ানো, বিজিবি থামতে বলার পর ও মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যাওয়া সহ বিভিন্ন অপরাধে ১৯ জনকে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯,সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ১২,১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর তিন রাস্তার মোড়ে গাজা সেবন করায় একজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারানুসারে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।ও ৬ জনকে ৪ ঘন্টা আটকাদেশ দেওয়া হয়। ১৬ জনকে পিতামাতার জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার বিষয়ে আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে, মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়নে প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।

জীবননগর বিধিনিষেধ অমান্য করায় ১৫জনকে ২০হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে মহামারী করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ অমান্য ও স্বাস্থ্যবিধি লংঘন করায় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালাচ্ছে উপজেলা প্রশাসন ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর বাজার ও হাসাদহ বাজারে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৬জনকে সাড়ে ৭হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করে ।

একই দিনে জীবননগর বাজারে জীবননগর উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোঃ মহিউদ্দিন ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৯জনকে ১৩হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করে ।

এদিকে লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে সব ধরনের দোকান, শপিংমল, গনপরিবহন বন্ধ রয়েছে। এরপরও বিধি নিষেধ না মেনে অনেকে বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় বের হচ্ছেন। লকডাউন বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্গলা বাহিনী কাজ করছেন।

প্রধান সড়ক ও পাড়া মহল্লায় উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রাম্যমান টিম অভিযান চালাচ্ছে ।প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে এলেই গুনতে হবে জরিমানার টাকা।

মেহেরপুরে আরও ৬০ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে ৬০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৭ জন, গাংনীতে ৪৪ জন, মুজিবনগর ৯ জন।

শনিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৩১৩ টি। তারমধ্যে ৬০ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৬৩২ জন। তার মধ্যে সদরে ১১৬ জন, গাংনীতে ৪০৫ জন এবং মুজিবনগরে ১১১ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১২১ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৫৪ জন, গাংনী ৪২ জন ও মুজিবনগরে ২৫ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচিঁ কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

সততার প্রশংসায় ভাসছেন কুষ্টিয়ার ট্রাফিক পুলিশ

পুরোনো একটা আলমারী কেনার পর ড্রয়ারে ৭০ হাজার টাকা পেয়েও সেই টাকা প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সততা ও দায়িত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত দেখালেন কুষ্টিয়া ট্রাফিক বিভাগের সহকারী সার্জেন্ট লিটন সরকার। এই সততায় প্রশংসায় ভাসছেন লিটন। তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম। এই সততার স্বীকৃতি হিসেবে লিটনকে পুরস্কৃত করতে চাচ্ছেন তিনি।

কুষ্টিয়া ট্রাফিক পুলিশের সহকারী সার্জেন্ট লিটন সরকার। থাকেন শহরের কাস্টম মোড় এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলোর কাছে। কিছুদিন আগে প্রতিবেশী একজনের মাধ্যম আরেক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ৫ হাজার টাকায় একটি পুরোনো আলমারি কেনেন।

সপ্তাহখানেক আগে লিটন আলমারির মধ্যে তালাবদ্ধ একটি ড্রয়ার দেখতে পান। ড্রয়ারের চাবি যার কাছে ছিল, তিনি প্রায় দেড় বছর আগে মারা গেছেন।ড্রয়ারটি খুলতেই হলুদ একটি খাম পাওয়া যায়। তাতে লেখা, ‘আমার অবর্তমানে কান্তা/কল্লোল সমান পাবে। তাদের সন্তানদের জন্য

সামান্য উপহার। তোমাদের মা।’

খামটির ভেতরে পাওয়া যায় ৭০ হাজার টাকা। প্রায় দেড় বছর আগে মারা যাওয়া ওই মায়ের রেখে যাওয়া এই টাকা পেয়ে অবাক হয়ে যান লিটন। এরপর কান্তাকে নিজ বাড়িতে ডেকে এনে টাকাগুলো বুঝিয়ে দেন।

লিটন বলেন, ‘নীরবে এ দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলাম। শুধু স্মৃতি হিসেবে মোবাইল ফোনে ছবি তুলে রাখি। পরে মোবাইল থেকে ছবি নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেন ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল্লাহ আল শাকিল। সেই পোস্ট ভাইরাল হলে জানাজানি হয়ে যায়।
‘আমি চাইনি এটা নিয়ে লেখালেখি হোক। টাকা পেয়েছি, যাদের টাকা তাদের ফেরত দিয়েছি। এটা আমার দায়িত্ব মনে করেছি। তাই করেছি।’

লিটন জানান, কান্তাকে বাসায় ডেকে এনে এক সপ্তাহ আগেই টাকাগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ সময় কান্তাকে খুব উচ্ছ্বসিত দেখায়। এর মধ্যে শাশুড়ি মারা যাওয়ায় গ্রামের বাড়িতে চলে যান কান্তা।
লিটন নিজের ও পুলিশ বাহিনীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাকে পুরস্কৃত করার পরিকল্পনাও আছে আমাদের।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে জামির হোসেন (৫৪) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াকে চিহ্নিত করছেন বলে জানান ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. আশরাফুল আলম।
মৃত সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি জামির হোসেন নীলফামারী জেলার মৃত আকবর আলীর ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মোল্লাতেঘরিয়া ক্যানালপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৯৮ সাল থেকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে জেলবন্দি হয়ে সাজা ভোগ করছিলেন তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক মো. তায়েফ উদ্দিন মিয়া

জানান,গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি জামির হোসেন বুকের ব্যথ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সংবাদ পেয়ে জেল কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, জামির হোসেন ১৯৯৭ সালের একটি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হন। আর মাত্র কয়েকদিন পরই সাজা খেটে তার বের হওয়ার কথা ছিলো।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. আশরাফুল আলম জানান, শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে জামির হোসেন নামে যে রোগীকে ভর্তি করা হয়েছিলো তিনি কার্ডিয়াক এ্যাটাকজনিত কারণে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাত ১২টার দিকে তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত জামির হোসেনের একমাত্র ওয়ারিশ তার কন্যা সদর উপজেলার মোল্লাতেঘরিয়া ক্যানালপাড়ার বাসিন্দা চাঁদনী খাতুন (২৫) মরদেহ গ্রহণ করার জন্য জেলগেটে অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বলেন, আমার মা রুমা খাতুনের সাথে পারিবারিক কলহের জের ধরে মারধর করতে গিয়ে মা মারা যান। সেই মামলায় আব্বা জেল খাটছিলো। আর কয়েকদিন পরই জেল খেটে বের হওয়ার কথা ছিলো। তবে জীবিত না মৃত অবস্থায় বের হবেন।

ঝিনাইদহে র্যাবের অভিযানে ৭শ পিচ ইয়াবাসহ ১ জন অটক

৭শ পিচ ইয়াবাসহ ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাদড়া গ্রাম থেকে ১জন কে আটক করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।
গত ২৩ জুলাই রাত ১১টার দিকে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানাধীন বড় ভাদড়া বাজার এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি

মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি ঘটনার সত্যতা যাচাই ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সেখানে যায় এবং বড় ভাদড়া বাজারের পাশে ভোলার মোড়ে রিয়াজ উদ্দিন ফার্মেসির সামনে অভিযান পরিচালনা করে। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে ইয়াবা বহনকারী সৈয়দ শফিকুল ইসলাম রনী (৪০) কে হাতে নাতে আটক করে। রনি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার শাহাপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নান এর ছেলে। এ সময় উপস্থিত জনতার সামনে গ্রেফতারকৃত আসামী রনী’র নিকট হতে ৭শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।
র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার জানান র্যাব প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, খুনী, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী, মানব পাচারকারী, প্রতারকচক্র গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার এবং মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনগনের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছে। এই অভিযান তারই একটি অংশ।
প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গ্রেফতারকৃত আসামীকে জব্দকৃত মালামালসহ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

শৈলকুপায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সিয়াম(১০) নামে এক শিশুর মৃত্যৃ হয়েছে । শনিবার দুপুরে উপজেলার বড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে । নিহত সিয়াম বড়িয়া গ্রামের হাসান আলির ছেলে ।
প্রত্যক্ষদর্শিরা জানায়, দুপুরে পরিবারে সদস্যদের অগোচরে বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে নামে শিশু সিয়াম । খোঁজাখুজির একপর্যায়ে পুকুরে সিয়ামের লাশ ভাসতে দেখে । পরে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা স¦◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে । এব্যাপারে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

জাহাঙ্গির হোসেন জানান,পানিতেডুবে সিয়াম নামের একটি শিশু মারা গেছে ।

শৈলকুপায় পৌর আইন লঙ্ঘন করে সরকারী কর্মকর্তার বহুতল ভবন নির্মাণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পৌর প্লান ও আইন লঙ্ঘন করে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। প্রাপ্ত অভিযোগে জানা যায়, ঝিনাইদহের শৈলকূপা পৌরসভার ৮ নম্বর কবিরপূর ওয়ার্ডের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসি প্রদীপ সরকার ১২৪নং কবিরপূর মৌজার ২৫০ নম্বর (সাবেক ৩৮) দাগে ৩ তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ী পৌর প্লান পাস করে নির্মাণ করেন।

সেখানে তার জমি রয়েছে ১৪ শতক। কিন্তু ঐ জমির পশ্চিম পাশের বাসিন্দা গোপাল সাহা ও তার পুত্র অরূপ সাহা বাড়ি-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন রকম পৌর আইনের তোয়াক্কা না করে বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। এমনকি তাহারা পৌর আমিন দিয়ে জমি পর্যন্ত মাপঝোক করেনি। ভবনটি তিনতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে এবং বর্তমানে আরো কাজ চলছে।পৌর আইন অনুসারে জায়গা রেখে বাড়ী নির্মাণ করার কথা, যার কিছুই এখানে মানা হয়নি। পাশের ভবনের সাথে লাগিয়ে নিজেদের ইচ্ছামাফিক ভবন তৈরী করে চলেছেন।

বিধি অনুসারে ভবনের ৩পাশে ৩ফুট ও রাস্তার সম্মুখ ৫ফুট করে জায়গা রাখার কথা। কিন্তু চুল পরিমান জায়গা ফাঁকা রাখা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।এলাকার বাসিন্দারা জানায় ভবন এলাকায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা বা আগুন ধরে গেলে কোন ধরণের উদ্ধার তৎপরতা বা সেবামূলক কাজ সম্ভব নয়।

নির্মাণাধীন বাড়ীর নকশাও পৌরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলে লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে। শৈলকুপা পৌর কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগকারী প্রবাসী প্রদীপ সরকার জানান, বিদেশে অবস্থান করার সুযোগ নিয়ে এবং করোনা

মহামারীর ভিতরে তাদের জানতে বা বুঝতে না দিয়ে পৌর আইনের তোয়াক্কা করেনি তারা।

টাকার জোরে নিজেদের ইচ্ছা মত প্লান করে সুকৌশলে বেআইনিভাবে বাড়ী নির্মাণ করে চলেছে। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত জমির বিদ্যামান সীমানাও অতিক্রম করেছে।করোনা মহামারীর কারণে দেশে এসে কোনো আইনগত পদক্ষেপও (আদালত) এই মুহূর্তে নিতে পারছে না অভিযোগকারীা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌর আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণকারী অরুপ সাহা কাস্টমসে কর্মরত একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে খুলনার মংলা বন্দরে কর্মরত।

একজন সরকারী কর্মকর্তা ও সচেতন মানুষ হয়ে কিভাবে তিনি আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে এমনটি করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ঐ এলাকার বসতিরা।এ ব্যাপারে অরুপ সাহা লিখিত অভিযোগ ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, সেখানকার বসতি তার দুলাভাই বিপুল কুমার সাহা কে প্লান পাস ও ডিজাইনের জন্যে বলেছিলেন। তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে ভবন তৈরী করা হচ্ছে ।

এদিকে শৈলকুপা পৌরসভার ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট হাফিজুর রহমান জানান, এই ভবন নির্মাণ নিয়ে পৌরসভায় অভিযোগ আসার পর সরেজমিনে প্লান ছাড়া ভবন নির্মাণের সত্যতা পেয়ে কয়েকদফা কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু যখন থাকা হয় না বা সুযোগ বুঝে আবারো ঘরের সাথে ঘর লাগিয়ে ভবন তৈরী করছে। এ ব্যাপারে পৌরসভা বিধি অনুসারে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত চৌদ্দ দিনের লকডাউন কার্যকর করতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন।

শনিবার সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা ভালাইপুর মোড়, আলুকদিয়া, দৌলতদিয়াড় ও বড়বাজার এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৭টি মামলায় ৭ জনকে সর্বমোট ১৭৫০/-(এক হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) অর্থদন্ড প্রদান করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সহযোগীতা করেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও সদর থানা পুলিশ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুুুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান।

মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান! জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে মাস্ক বিহীন চলাচল করার দায়ে চাল ব্যবসায়ী, ওষুধ ব্যবসায়ী,গার্মেন্টস মালিকসহ পথচারীদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলামের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়। জানা গেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের সহযোগিতায় এদিন সকালের দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এবং আমঝুপি বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

মাস্ক বিহীন চলাচল করার দায়ে চাল ব্যবসায়ী, ওষুধ ব্যবসায়ী,গার্মেন্টস মালিকসহ পথচারীদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার এলাকায় সবুজ ফ্যাশন এন্ড

বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকার সবুজকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়, ৭ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয় ও সময় মাস্ক ব্যবহার না করাই হোটেল বাজার এলাকা চাল ব্যবসায়ী আরিফুজ্জামান নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে সোনালী ফার্মেসীর শামীম ও মুসলিমের নিকট থেকে ৪ হাজার টাকা করে ৮ হাজার টাকা।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন ২০১৮ ২৪ এর(১) ভঙ্গ করায় এ সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়।বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোর সেনানিবাস ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট শাদমান ইকবালসহ পুলিশের সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।